بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মোতাবেক ০৬ তাবূক, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ আমি পরিখা বা আহযাবের যুদ্ধের উল্লেখ করব যা ৫ম হিজরী মোতাবেক ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে (সংঘটিত) হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে আহযাবের যুদ্ধের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে যে,

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا

قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

(সূরা আহযাব: ১০-২৬)

এর অনুবাদ হলো, হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ করো যখন তোমাদের ওপর (হানাদার) বাহিনী আক্রমণ করেছিল তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে এক ঝড়ো বায়ু প্রেরণ করি আর এমন এক বাহিনী প্রেরণ করি যাদের তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে না। আর নিশ্চয় তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ্‌ তার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখেন।

তারা যখন তোমাদের ওপরের দিক থেকেও এবং তোমাদের নীচের দিক থেকেও তোমাদের ওপর আক্রমণ করে আর যখন চোখ ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিল ও প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল এবং তোমরা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে নানা রকম কুধারণা করছিলে,

সেখানে মু'মিনদের পরীক্ষায় ফেলা হয় আর তাদেরকে কঠোর পরীক্ষার ঝাঁকুনি দেওয়া হয়। আর যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বললো, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আর তাদের এক দল যখন বলেছিল, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আর কোনো ঠাঁই নাই, অতএব তোমরা ফিরে যাও। আর তাদের এক দল এই বলে নবীর কাছে অনুমতি চাইতে আরম্ভ করে যে, নিশ্চয় আমাদের ঘরবাড়ি অরক্ষিত। অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। তারা কেবল পালাতে চাচ্ছিল।

আর তাদের বিরুদ্ধে যদি সেই বসতির চারদিক থেকে আক্রমণ করা হতো, আর এরপর তাদেরকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য বলা হতো, তাহলে তারা অবশ্যই তা করত আর এক্ষেত্রে বিলম্ব করতো না, সামান্য ব্যতিরেকে।

অথচ এর পূর্বে তারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে।

তুমি বলে দাও, পলায়ন তোমাদের কোনো কাজে আসবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন করো। আর এমতাবস্থায় তোমাদের কেবল সামান্যই সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে দেওয়া হবে।

তুমি জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ্‌র হাত থেকে কে তোমাদের রক্ষা করতে পারে যদি তিনি তোমাদের কোনো শাস্তি দিতে চান অথবা তোমাদের প্রতি কৃপা করতে চান? আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো অভিভাবক পাবে না আর কোনো সাহায্যকারীও পাবে না।

আল্লাহ্‌ তা'লা তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে ভালোভাবে জানেন যারা জিহাদ করা থেকে বাধাদান করে এবং নিজ ভাইদের বলে, আমাদের কাছে চলে আসো; আর তারা যুদ্ধে খুব কমই অংশ গ্রহণ করে।

তোমাদের ব্যাপারে (তারা) ভীষণ কৃপণ। আর যখন ভয়ভীতি দেখা দেয় তখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তারা তোমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন তাদের চোখ আতঙ্কে ঘুর্ণায়মান থাকে, সেই ব্যক্তির ন্যায় যার ওপর মৃত্যুর মূর্ছা ছেয়ে যায়। অতঃপর যখন ভয় দূর হয়ে যায় তখন তারা নিজেদের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তোমাদের কষ্ট দেয়, (আর) কল্যাণের

ব্যাপারে কৃপণতা করে। এরাই সেসব লোক, যারা সত্যিকার অর্থে ঈমান আনে নি। অতএব আল্লাহ্ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা অতি সহজ।

তারা মনে করে, (হানাদার) বাহিনী এখনও ফিরে যায় নি। আর (হানাদার) বাহিনী যদি ফিরে আসে তাহলে তারা একান্ত আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়, তারা যদি মরুভূমিতে বেদুঈনদের মাঝে থাকত আর তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতো! আর তোমাদের মাঝে থাকলেও তারা যুদ্ধ খুব কমই করত।

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, প্রত্যেক সে ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ ও পরকালের (সাক্ষাৎ সম্পর্কে) আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক হারে স্মরণ করে।

আর মু'মিনরা যখন (হানাদার) বাহিনীকে দেখতে পেল তখন তারা বললো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এ তো তা-ই। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছিলেন। আর এ (ঘটনা) তাদেরকে ঈমান ও আত্মসমর্পণেই আরও উন্নত করেছে।

মু'মিনদের মাঝে এমন অনেক পুরুষ রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে। অতএব তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যে নিজের সংকল্প পূর্ণ করেছে আর তাদের মাঝে এমনও (লোক) আছে যে এখনও অপেক্ষা করছে। আর তারা নিজেদের কর্মপদ্ধতিতে আদৌ কোনো পরিবর্তন করে নি।

এর কারণ হলো, আল্লাহ্ যেন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতার প্রতিদান দেন এবং চাইলে মুনাফিকদের শাস্তি দেন অথবা তওবা গ্রহণ করে তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল এবং বার বার কৃপাকারী।

আর আল্লাহ্ অস্বীকারকারীদেরকে তাদের ক্রোধসহ এমনভাবে ফিরিয়ে দিলেন যে, তারা কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারে নি। আর যুদ্ধে আল্লাহ্ মু'মিনদের পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমতাবান ও মহা পরাক্রমশালী।

এ হলো পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলোর অনুবাদ। এই যুদ্ধের নামকরণের কারণ অর্থাৎ এই যুদ্ধের নাম কীভাবে রাখা হয়; এই যুদ্ধকে খন্দক বা পরিখার যুদ্ধও বলা হয়। কেননা, আরবের প্রচলিত প্রথার বাইরে গিয়ে প্রথমবারের মতো মুসলমানরা পরিখা খনন করে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করেছিল। আর একে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়। পবিত্র কুরআন এ (যুদ্ধ)-কে এই নাম দিয়েছে। **'আহযাব'** শব্দটি **'হিযব'** (শব্দের) বহুবচন, যার অর্থ সম্প্রদায় ও দল। যেহেতু এই যুদ্ধে আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্র সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেছিল, এজন্য এই যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধ বলা হয়েছে।

এর কারণ বর্ণনা করা হয় যে, চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে ইহুদীদের বনু নযীর গোত্রকে তাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, বিদ্রোহ এবং মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করার কারণে মদীনা থেকে দেশান্তরিত করা হয়। এই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বিদ্রোহী গোত্রের শাস্তি তো এরচেয়ে অনেক কঠোর ছিল, কিন্তু তাদের আবেদনে মহানবী (সা.) ক্ষমা, মার্জনা ও দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে দেশান্তর করে দেন। তখন এই গোত্র নিজেদের সকল মালপত্র নিয়ে মদীনা থেকে কিছু দূরে খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু মাত্র চার মাস অতিক্রান্ত হতেই, অকৃতজ্ঞ ও চক্রান্তকারী (এই) ইহুদীরা মহানবী (সা.) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র রচনা করে যেন মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ষড়যন্ত্র অনুযায়ী বনু নযীর গোত্রের নেতা হুয়ী বিন আখতাব, যে নিজের অহংকার, দম্ভ এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ক্রোধের কারণে ইহুদীদের আবু জাহল আখ্যায়িত হবার যোগ্য–

(সে) নিজের নেতৃস্থানীয় সঙ্গীদের নিয়ে মক্কায় যায় এবং আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে আর তাদেরকে বলে, আমরা তোমাদের সাথে আছি; আমরা মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, যেন আমরা সবাই মিলে মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে একটি চুক্তি করতে পারি।

মূর্তিপূজারী কুরাইশের এর বেশি আর কী চাওয়ার ছিল! তারা তো আগে থেকেই রক্তপিপাসু মনোভাব পোষণ করতো এবং বদর ও উহুদের মতো যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল, কিন্তু নিজেদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারে নি। বদরের প্রতিশোধ ও উহুদের অনুশোচনার জ্বালা পুনরায় জেগে ওঠে। আবু সুফিয়ান বনু নযীরের নেতাদের স্বাগত জানিয়ে বলে, তোমরা নিজেদের বাড়িতে এসেছ আর সকল মানুষের মধ্যে তোমরা আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর শত্রুতায় আমাদের সাহায্য করে। পারস্পরিক শলাপরামর্শের পর কুরাইশের পঞ্চাশজন এবং এসব ইহুদীরা কা'বা গৃহের পর্দা বা গিলাফ ধরে দৃঢ় অঙ্গীকার করে আর শপথ করে যে, তারা একে অপরকে সহযোগিতা করবে এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে তাদের সবার সিদ্ধান্ত এক হবে। (তারা বলে,) আর আমরা সবাই মিলে মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের নিশ্চিহ্ন করে দেবো। যাহোক, আবু সুফিয়ানের সাথে মদীনায় এক ভয়ংকর আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র এবং (দিন) তারিখ নির্ধারণ করার পর বনু নযীরের এই প্রতিনিধিদল আরবের অন্যান্য গোত্রের কাছে যায়, যারা মুসলমানদের রক্তপিপাসু ছিল এবং বিভিন্ন ব্যর্থ আক্রমণও রচনা করেছিল। যেমন, সর্বপ্রথম তারা বনু গাতাফানের কাছে যায়। এরা আরবে একটি বীর গোত্র হিসেবে গণ্য হতো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্য সুপরিচিত ছিল। ইহুদীরা তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানায় এবং এর পাশাপাশি খায়বারের এক বছরের খেজুর দেবারও লোভ দেখায়। আর একথাও বলে যে, মক্কার কুরাইশরা আমাদের সাথে আছে। তখন বনু গাতাফানও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং নিজেদের পক্ষ থেকে ছয় হাজার সেনার নিশ্চয়তা দেয়। এরপর ইহুদীদের এই দলটি বনু সুলায়েম গোত্রের কাছে যায়। এটি অপর একটি গোত্র ছিল, যারা পূর্বেই মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল। যখন এই গোত্র এত বিশাল সম্মিলিত সেনার আক্রমণের সংবাদ পায় তখন তারাও সানন্দে সাড়া দেয়। একইভাবে বনু ফাযারা (গোত্র) তাদের নেতা উয়াইনা'র নেতৃত্বে মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য সম্মত হয় এবং উয়াইনা তার মিত্র বনু আসাদ গোত্রকে আহ্বান জানায়। তদনুযায়ী বনু আসাদের নেতা তুলায়হা আসাদীও এই আহ্বানে সাড়া দেয়। বনু মুররা এবং বনু আশজা'আ গোত্রদ্বয়ও এই যুদ্ধের লোকবল বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো সব এমন গোত্র ছিল যারা বীরত্বের কারণে সমগ্র আরবে স্বনামধন্য ছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) লিখেন,

মক্কার কুরাইশ এবং নাজ্‌দের গোত্র গাতাফান ও সুলায়েম যদিও পূর্ব থেকেই মুসলমানদের রক্তপিপাসু ছিল এবং ভবিষ্যতেও মদীনার বিরুদ্ধে আক্রমণ রচনার ফন্দি আঁটছিল, তবে তখনও পর্যন্ত তারা ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের সর্বশক্তি একই ময়দানে প্রয়োগ করে নি। কিন্তু যখন ইহুদী গোত্র বনু নাযীরের সদস্যদেরকে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং কলহপ্রিয়তার কারণে মদীনা থেকে দেশান্তরিত করা হয়, তাদের নেতৃবর্গ সেই মহৎ বরং অনুগ্রহসুলভ আচরণকে ভুলে গিয়ে; [তাদের প্রতি মহানবী (সা.) অনেক বড়ো অনুগ্রহ করেছিলেন;] (সেই অনুগ্রহকে) যা মহানবী (সা.) তাদের প্রতি করেছিলেন তা ভুলে গিয়ে

পরস্পর (আলোচনা করে) এই প্রস্তাব উপস্থাপন করে যে, আরবের বিক্ষিপ্ত সকল শক্তিকে এক স্থানে সমবেত করে ইসলামকে নিঃশেষ করার চেষ্টা করা হোক। যেহেতু ইহুদীরা খুবই চতুর ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল আর এধরনের দূরভিসন্ধিতে তারা খুব পটু ছিল, তাই তাদের এই নৈরাজ্য ও ফিতনার চেষ্টা সফলতার মুখ দেখে এবং আরবের সকল গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ইহুদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে সালাম বিন আবিল হুকায়েক, হুয়ী বিন আখতাব এবং কিনানা বিন রবী' এই উত্তেজনা বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে অংশ নেয়। কাজেই এই কলহপ্রিয় চরিত্রের অধিকারীরা নিজেদের নতুন দেশ খায়বার থেকে বের হয়ে হিজাজ ও নাজ্‌দের গোত্রগুলোর কাছে যায়। সর্বপ্রথম মক্কায় পৌঁছে তারা কুরাইশদেরকে নিজেদের সাথে একীভূত করে। কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তারা একথা বলতেও দ্বিধা করে নি যে, মুসলমানদের ধর্মের চেয়ে তোমাদের ধর্মের অংশীবাদিতা ও মূর্তিপূজা উত্তম। [একথা তারা তাদেরকে বলে।] এরপর তারা নাজ্‌দে গিয়ে গাতাফান গোত্রকে নিজেদের সাথে মিলিত করে এবং এই গোত্রের শাখাসমূহ– ফাযারা, মুররা এবং আশজা'আ প্রভৃতিকে নিজেদের সাথে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে নেয়। এরপর কুরাইশ এবং গাতাফানের উসকানিতে বনু সুলায়েম এবং বনু আসাদও ইসলামবিরোধী এই জোটের বৃত্তে সংযুক্ত হয়ে যায়। অপরদিকে ইহুদীরা তাদের মিত্র গোত্র বনু সা'দকে বার্তা প্রেরণ করে তাদেরকেও সাহায্যার্থে রাজি করায়। এই শক্তিশালী জোট ছাড়াও কুরাইশরা তাদের চতুর্দিকের গোত্রগুলোর মাঝে বহুসংখ্যক লোককে, যারা তাদের অধীন ছিল, নিজেদের সাথে একীভূত করে নেয়। এরপর পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পর আরব মরু অঞ্চলের এই রক্তপিপাসু গোত্রগুলো মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে প্রবল বেগে ধাবিত বন্যার ন্যায় মদীনায় এসে উপস্থিত হয় এবং এই সংকল্প করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরে যাব না।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, ইহুদীদের দুটি গোত্র, যাদেরকে ঝগড়া-বিবাদ, হত্যা এবং হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কারণে মদীনা থেকে দেশান্তরিত করা হয়েছিল, তাদের মাঝ থেকে বনু নাযীর গোত্রের কিছু অংশ সিরিয়ার দিকে হিজরত করে আর কিছু অংশ মদীনার উত্তর দিকে খায়বার নামক শহরের দিকে হিজরত করে। খায়বার আরবে ইহুদীদের অনেক বড়ো কেন্দ্র ছিল আর এটি দুর্গবেষ্টিত শহর ছিল। সেখানে গিয়ে বনু নাযীর মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরবদের মাঝে উত্তেজনা ছড়ানো আরম্ভ করে। মক্কাবাসীরা তো পূর্ব থেকেই বিরোধী ছিল আর বাড়তি প্ররোচনার প্রয়োজন ছিল না। অনুরূপভাবে নাজ্‌দের গোত্র গাতাফান, যারা আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে অনন্য মর্যাদা রাখত, তারাও মক্কাবাসীদের মিত্রতার খাতিরে ইসলামের শত্রুতায় সর্বদা প্রস্তুত থাকত। এখন ইহুদীরা কুরাইশ ও গাতাফানকে উত্তেজিত করা ছাড়াও বনু সুলায়েম ও বনু আসাদ- এ উভয় প্রবল শক্তিধর গোত্রকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকানি দিতে থাকে এবং একইভাবে বনু সা'দ নামক গোত্র যারা ইহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল তাদেরকেও মক্কার কাফিরদের সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত করে। এক দীর্ঘ প্রস্তুতির পর আরবের সমস্ত শক্তিশালী গোত্রগুলোর সম্মিলিত ঐক্য রচিত হলো যাদের সাথে মক্কার লোকেরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, মক্কার চারপাশের গোত্রগুলোও ছিল এবং নাজ্‌দ ও মদীনার উত্তরাঞ্চলের এলাকাসমূহের গোত্রগুলো আর ইহুদীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে মদীনায় আক্রমণের জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে।

কুরাইশ এবং অন্যান্য গোত্রগুলোর এ যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা এবং তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত এভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, মক্কার কুরাইশরা চার হাজার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করে। তাদের নেতৃত্ব প্রদান করছিল আবু সুফিয়ান। অশ্বারোহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ। তারা দারুন নাদওয়াতে পতাকা বেঁধে নেয় যা কুরাইশদের পরামর্শ সভার স্থান ছিল এবং উসমান বিন তালহা তা বহন করে, যিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (তারা) নিজেদের সাথে তিনশ ঘোড়া নেয় এবং তাদের সাথে পনেরশ উট ছিল। বনু সুলায়েমের সাতশ লোক কুরাইশদের সাথে এসে মিলিত হয়। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল সুফিয়ান বিন আবদে শাম্‌স। বনু আসাদ তুলাইহা বিন খুওয়াইলিদের নেতৃত্বে যাত্রা করে এবং বনু ফাযারার এক হাজার লোক বের হয় যাদের নেতৃত্ব উয়াইনা বিন হিস্‌ন প্রদান করছিল। বনু আশজা'আর চারশ লোক বের হয় এবং তাদের নেতা ছিল মাসউদ বিন রুখায়লা। বনু মুররার চারশ লোক যাত্রা করে আর তাদের নেতৃত্ব প্রদান করছিল হারেস বিন অওফ মুররি। বনু গাতাফানের পক্ষ থেকে ছয় হাজার সৈন্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছিল এবং ইহুদীদের পক্ষ থেকে দুই হাজারের অধিক রিজার্ভ ফোর্স ছিল যারা এ বিশাল সৈন্যবাহিনীর পেছনে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আর এভাবে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাদের সংখ্যা কমপক্ষে দশ হাজার এবং কতিপয় বর্ণনানুযায়ী চব্বিশ হাজারের কাছাকাছি ছিল। তাদের সকলের নেতৃত্বভার ছিল আবু সুফিয়ান বিন হারবের হাতে যা সে সময় পর্যন্ত আরবের ইতিহাসে সর্বাধিক বৃহৎ সামরিক অভিযান ছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এ সম্পর্কে লিখেছেন, কাফিরদের এত বিশাল সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা দশ হাজার থেকে পনেরো হাজার পর্যন্ত, বরং কতক বর্ণনানুযায়ী চব্বিশ হাজার পর্যন্ত ধারণা করা হয়েছে। যদি দশ হাজারের ধারণাকে সঠিক বলে ধরে নেয়া হয় তথাপিও সে যুগ অনুযায়ী এ সংখ্যা এত বিশাল ছিল যে, সম্ভবত এর পূর্বে আরবের গোত্রীয় যুদ্ধে এত বড়ো সংখ্যাক সৈন্য কখনো কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি। সমস্ত সৈন্যবাহিনীর মহানায়ক অর্থাৎ সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান বিন হারব। খাদ্যসামগ্রী এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সবদিক থেকে পর্যাপ্ত ছিল। এভাবে এ সৈন্যবাহিনী পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাস মোতাবেক ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ এ সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা দশ হাজার থেকে চব্বিশ হাজার পর্যন্ত ধারণা করেছেন। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, সমস্ত আরবের সম্মিলিত সংখ্যা কেবলমাত্র দশ হাজার সৈন্য হতে পারে না, নিশ্চিতভাবে চব্বিশ হাজারের ধারণা অধিক যথাযথ। আর যদি এতটা না-ও হয় তথাপি এ সৈন্যসংখ্যা আঠারো থেকে বিশ হাজার তো অবশ্যই হবে। মদীনা একটি সাধারণ উপশহর ছিল। এ উপশহরের বিরুদ্ধে সমস্ত আরবের আক্রমণ কোনো সাধারণ আক্রমণ ছিল না। মদীনার লোকদের সম্মিলিত সংখ্যা যাদের মাঝে বৃদ্ধ-যুবক-শিশুও অন্তর্ভুক্ত ছিল শুধুমাত্র তিন হাজার হতে পারে। এর বিপরীতে শত্রুদের সৈন্য সংখ্যা বিশ থেকে চব্বিশ হাজারের মাঝামাঝি ছিল আর এছাড়া তারা প্রত্যেকে সেনা সদস্য ছিল, যুবক এবং যুদ্ধ করার যোগ্য ছিল। কেননা শহরে থেকে যখন সুরক্ষার প্রশ্ন আসে তখন এর মাঝে শিশু ও বৃদ্ধরাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। পক্ষান্তরে দূরদূরান্তে যখন সৈন্যবাহিনী পথ অতিক্রম করে যায় তখন সেখানে কেবল যুবক এবং শক্তিশালী ব্যক্তিরাই থাকে। ফলে এটি নিশ্চিত যে, কাফিরদের সৈন্যবাহিনীর মাঝে বিশ হাজার কিংবা পঁচিশ হাজার যত সংখ্যক মানুষই থাকুক তারা সবাই শক্তিশালী, যুবক এবং অভিজ্ঞ সৈন্য ছিল; কিন্তু মদীনার মোট পুরুষের সংখ্যা শিশু এবং প্রতিবন্ধী–সহ সর্বোচ্চ তিন

হাজার ছিল। জানা কথা, এসব বিষয়াদি দৃষ্টিপটে রেখে যদি মদীনার সৈন্যসংখ্যা তিন হাজার মনে করা হয় তবে শত্রুদের সংখ্যা চল্লিশ হাজার মনে করতে হবে, কেননা দুই দলের মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না। আর শত্রুসেনার সংখ্যা যদি বিশ হাজার মনে করা হয় তবে মদীনার সৈন্যসংখ্যা ধরে নিতে হবে মাত্র দেড় হাজার, কেননা তাদের মাঝে দুর্বল মানুষও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যাহোক, কাফিররা যুদ্ধের সংকল্পে সামনে অগ্রসর হতে থাকল এবং মহানবী (সা.) এ সংবাদ পাবার সাথে সাথে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর বিবরণে লেখা আছে, মহানবী (সা.)-এর গোয়েন্দা বিভাগ তথা ইন্টেলিজেন্সও এসব অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ছিল না এবং তারা চারিদিক থেকে মহানবী (সা.)-এর নিকট এসব সংবাদ পৌঁছাচ্ছিলেন। কুরাইশ এবং ইহুদীদের এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের সংবাদ মদীনায় পৌঁছলে তিনি (সা.) সাহাবীদের একত্রিত করেন আর তাদেরকে শত্রুদের দুরভিসন্ধির সংবাদ বলেন ও পরামর্শ করেন যে, মদীনার বাইরে গিয়ে প্রতিহত করা হবে, নাকি এর ভেতরে থেকে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। একটি অনেক বড়ো সেনাবাহিনী এবং তাদের এ বৃহৎ সংখ্যার কারণে অধিকাংশ মতামত আসে যে, মদীনার ভেতরে থেকে প্রতিহত করাই অধিক সমীচীন হবে। রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত সালমান (রা.)-র পরামর্শের উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! পারস্যে আমরা যখন ঘোড়াবহরের শংকা করতাম তখন তাদের সামনে পরিখা খনন করতাম। [অর্থাৎ অশ্বারোহী বাহিনী যখন আসত তখন পরিখা খনন করতাম] যার ফলে তারা সেগুলো অতিক্রম করার সামর্থ্য রাখত না। এই মতামত সবার কাছে ভালো লাগে এবং মহানবী (সা.) মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থান করে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন। কিছু জীবনীগ্রন্থ থেকে বুঝা যায়, পরিখা খননের সিদ্ধান্ত কেবল হযরত সালমান ফারসী (রা.)-র পরামর্শ অনুযায়ী হয় নি বরং আল্লাহ্ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে এ পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন, কেননা আরবের জন্য এ পদ্ধতি একেবারেই নতুন ছিল। তারা প্রতিরক্ষামূলক পরিখা খননরীতি সম্বন্ধে মোটেও অবহিত ছিল না। অতঃপর লেখা আছে, আবু সুফিয়ান যখন শক্তিমত্তার নেশায় বুঁদ এক সাহসী সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনাভিমুখে আক্রমণের লক্ষ্যে রওয়ানা হয় তখন মদীনাবাসীর পক্ষ থেকে কোথাও কোনো বাধা তার দৃষ্টিতে পড়ল না এবং কোনো ইসলামী সৈন্যবাহিনী সে দেখল না। এর ফলে প্রথমত নিজেদের বিশাল সৈন্যবাহিনীর কারণে তার মাঝে তো এ অহংকার ছিল যে, মদীনাবাসীকে তাদের হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। সে বলে, এখন তো আমি মদীনাকে ধ্বংস করেই যাব। আর মদীনা পর্যন্ত পুরো রাস্তায় যখন কোনো প্রতিরক্ষামূলক বাধা চোখে পড়ল না তখন তার ক্রোধ ও অহংকার আরো বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যখন তারা ঘোড়া হাঁকিয়ে মদীনার নিকটে পৌঁছায় তখন হঠাৎ নিজেদের সামনে পাঁচ কিলোমিটার লম্বা, আট–নয় ফুট গভীর ও প্রশস্ত গর্ত দেখে তার পিলে চমকে যায়। এই পরিখাসমূহ এতই গভীর ও প্রশস্ত ছিল যে, ঘোড়া হাঁকিয়েও তা পার হওয়া অসম্ভব ছিল। সুতরাং এরা যখন এসব পরিখা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হলো তখন নিজের প্রচণ্ড রাগ, হতাশা, অহংকার এবং ক্রোধমিশ্রিত আবেগের বশে এখান থেকে মহানবী (সা.)-এর নিকট একটি চিঠি লেখে যেখানে সে লিখেছে, লাত, উযযা, আস্‌সাফ, নায়লা ও হুবলের কসম! আমি এ লক্ষ্যে এসেছিলাম যে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরত যাব না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নামচিহ্ন মিটিয়ে দেবো। কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছু হটছ এবং নিজেদের চারিদিকে গর্ত করে রেখেছ। হায়,

যদি আমি জানতাম– এ পদ্ধতি তোমাদের কে শিখিয়েছে! আর যদি আমরা ফেরতও যাই তবে মনে রেখো! তোমাদের পুনরায় উহুদের যুদ্ধের দিন স্মরণ করাবো যেখানে এবার তোমাদের মহিলাদেরকেও জবাই করা হবে। এ চিঠি সে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করেছিল। এর উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আবু সুফিয়ানকে চিঠি লেখেন ও বলেন, তোমার চিঠি পেয়েছি। আমি জানি, তুমি সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে অহংকারে মত্ত আর তুমি মদীনাতে নিজ সৈন্যবহর নিয়ে এরূপ আক্রমণ করার কথা উল্লেখ করেছ যেখানে তুমি আমাদের নামচিহ্ন মিটিয়ে দেবার সংকল্প করেছ। এটি তো আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ যা তোমার অপবিত্র সংকল্পসমূহের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, তোমরা সে সুযোগ পাও নি। এরপর তিনি (সা.) লেখেন, আর তিনি এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে, তোমরা লাত ও উযযার নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে এবং যেভাবে তোমাদের এ জিজ্ঞাসা, গর্ত করতে আমাকে কে শিখিয়েছে– তো (এর উত্তর হচ্ছে,) **ফাইন্নাল্লাহা আলহামানি যালিকা**। এ পদ্ধতি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইলহামের মাধ্যমে শিখিয়েছেন। তোমাদের ও তোমাদের সঙ্গীসাথিদের ক্রোধ যখন বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এটি বলেছেন। এরপর তিনি (সা.) লেখেন, আর শোনো! পরিণতি দানকারী আল্লাহ্ আমাদের সফলতা দান করবেন এবং হে বনু গালিবের নির্বোধেরা! স্মরণ রেখো, এমন দিন সন্নিকট যেদিন তোমাদের লাত, উযযা, আসসাফ, নায়লা ও হুবলকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আর সেদিন আমি তোমাদের এসব স্মরণ করাবো। অতএব সুস্পষ্টভাবে তাকে লিখেছেন, বিজয় আমাদেরই হবে, ইনশাআল্লাহ্। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ চিঠি থেকে এটি সুস্পষ্ট হয়, যদিওবা হযরত সালমান ফারসী তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু এ কাজকে বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ইলহামের মাধ্যমেই জানানো হয়েছিল। ওয়াল্লাহু আ'লামু (প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন)। মোটকথা, তাঁর সিদ্ধান্তও ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এ সম্পর্কে অবগত করেন। অবশিষ্টাংশ ভবিষ্যতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

বর্তমান সময়ে পাকিস্তানের আহমদীদেরকে দোয়ায় বিশেষভাবে স্মরণ রাখুন। পাকিস্তানি আহমদী সদস্যরা নিজেরাও দোয়া ও সদকা করার প্রতি মনোযোগী হোন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের রক্ষা করুন ও বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন আর চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত তাদের ওপরই বর্তাক। সার্বিকভাবে বিশ্বের উন্নতির জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সারা বিশ্বকেও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)